জন্ম ১৯৯০ সালে হাওড়ার শিবপুরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাদার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিওলজিতে ডক্টরেট ক'রে বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় শিকাগোয় গবেষণারত। গবেষণার বিষয় ক্যানসার বায়োলজি। ভালোবাসার বিষয় গানবাজনা এবং লেখালিখি। বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত নিয়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে নানান পত্রপত্রিকায়। গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদের সাথে স্বরচিত বাংলা কথা মিশিয়ে তৈরি করেছেন আধুনিক বাংলা গানের সংকলন 'গীত-গোবিন্দ'। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে মৌলিক বাংলা গানের অ্যালবাম–'সাতে শূন্য'। সুর দিয়েছেন মির্জা গালিবের কবিতা এবং কবীরের দোহায়, যেসব আন্তর্জালে সহজেই উপলভ্য।
গান, বিজ্ঞান, আর লেখালিখি–এই তিন ভালোবাবাসার ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছে এই সংকলনে। এটা লেখকের প্রথম প্রকাশিত বই।

প্রচ্ছদ : সৌম্যেন পাল
দাম: ৫০০ টাকা
ISBN : 978-93-88123-99-0

সব আওয়াজই সুর নয় কেন?
একটা পিয়ানোকে সঠিক সুরে বাঁধা সম্ভব নয় কেন?
একটা সপ্তকে মোট বারোটাই সুর থাকে কেন?
ভারতীয় রাগসঙ্গীতে নানান শ্রুতি প্রচলিত হবার সুবিধেগুলো কী কী?
সারা পৃথিবী জুড়ে নির্দিষ্ট মানের সুরের কম্পাঙ্ক চালু হলো কীভাবে?
পিয়ানোর প্রথম পর্দা A না হয়ে C হয় কেন?
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের consonance আর dissonance-এর ভিত্তি কী?
আধুনিক কম্পিউটার সুর চেনে কী ক'রে?
বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র সুর তৈরি করে কী কী কায়দায়?
সিন্থেসাইজার থেকে নানান রকমের শব্দ বেরোয় কীভাবে?
মানুষের গলা কী ধরনের সাঙ্গীতিক যন্ত্র?
কোনোভাবে না ছুঁয়ে কীভাবে বাজানো যেতে পারে কোনো বাজনা?

এই সব, এবং আরো বিবিধ সঙ্গীত বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

ISBN 978-93-88123-99-0
9 789388 123990
প্রচ্ছদ : সৌম্যেন পাল

অনুষ্টুপ

গান-বিজ্ঞানের কথা | পুরব পাল

অনুষ্টুপ

পুরব পাল

গান-বিজ্ঞানের কথা

প্রচলিত ধারণা যা-ই হোক না কেন, গানের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নেহাত অনুপ্রাসটুকুর থেকে অনেক বেশি নিবিড়। পছন্দের গানবাজনাকে আমরা মাঝেমধ্যেই 'আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড' ব'লে তারিফ করলেও সঙ্গীত বিষয়টা ঘোরতর ভাবেই আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত।
আর নিসর্গপ্রকৃতির নানান রহস্যোদ্ধার করার হাতিয়ারের পোশাকী নাম 'বিজ্ঞান'।
অতয়েব, গানবাজনা সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়াটা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে।
আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গায় গানবাজনা 'ভালো লাগা' থেকে বর্তমান পৃথিবীতে কম্পিউটারের মাধ্যমে গানবাজনা রেকর্ড ক'রে রাখা, বাজানো, শোনা ইত্যাদি প্রতি পদক্ষেপে হরেক রকম 'কেন' আর 'কীভাবে' জাতীয় প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে 'গান' আর 'বিজ্ঞান'-এর এই সম্পর্কটা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে বিশদে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি নিশ্চয়ই। সে চেষ্টাও করা হয়নি। বরং যেটা করার চেষ্টা হয়েছে, তা হলো গানবাজনা সংক্রান্ত নানান অনুভূতি এবং বিস্ময়ের ক্ষেত্রে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন। এ বই প'ড়ে দারুণ গাইয়ে বা বাজিয়ে হতে সুবিধে হবে না হয়তো, তবে সঙ্গীতের সৌন্দর্য নৈর্ব্যক্তিক ভাবে অনুভব করা যাবে। এটুকুই প্রয়াস, এবং আশা।